গাংনীতে র্যাবের অভিযানে চোলাই মদসহ যুবক আটক

২৫ লিটার চোলাই মদসহ উজ্জ্বল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে সিপিসি র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী কাম্পের সদস্যরা।

উজ্জ্বল হোসেন মহম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার হাফিজুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার (২৬ নভেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২৫ লিটার চোলাই মদসহ উজ্জল হোসেনকে আটক করা হয়।

সিপিসি-মেহেরপুর র্যাব-১২ সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা মোহাম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার হাফিজুল ইসলামের বাড়িতে তার বাড়িতে অভিযান চালায়। দোচালা টিনের ঘরের ভিতর থেকে ২টি সাদা প্লাস্টিকের কন্টেনারে ২৫ লিটার দেশীয় তৈরি চোলাই মদসহ উজ্জ্বল হোসেনকে আটক করেন। এ বিষয়ে ২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারণির ৩২(ক) ধারায় একটি মামলার করে উজ্জল হোসেনকে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করায় বাদীকে কারাদণ্ড এবং জরিমানা

মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৭ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ম আদালত।

আজ রবিবার (২৭ নভেম্বর) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এর আদালত এই আদেশ প্রদান করেন। মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালটের বেঞ্চ মো: জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামি মো: আব্দুল গাফফারের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রাণনাশের হুমকি প্রদানের অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাধীন বাওট গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে মো. আজিজুল হকের ছেলে মো: গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে তার চাচাতো ভাই মো: আব্দুল গাফফার এর বিরুদ্ধে ২০২০ সালে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন।

আসামি মো: আব্দুল গাফফার বাদীর নিকট ১ শতক জমি বিক্রয় বাবদ ৯৫ হাজার টাকা নিলেও পরবর্তীতে জমি রেজিস্ট্রি করে দেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরবর্তীতে বাদী জমি বা টাকা ফেরত চাইলে আসামি জমি বা টাকা দেবেনা মর্মে দাবি করেন এবং প্রাণ নাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন। কিন্তু বিচার শেষে আদালতের কাছে স্পষ্ট হয় যে, বাদীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক।

জালিয়াতির মাধ্যমে বায়নানামা সৃষ্টি করে এবং মিথ্যা বর্ণনায় আসামিকে হয়রানের উদ্দেশ্যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে মর্মে আদালতের নিকট প্রমাণিত হয়। ফলে আদালত আসামী বাওট গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে মো: আব্দুল গাফফারকে খালাস প্রদান করেন। একই সাথে মিথ্যা মামলা করায় বাদী মো: গোলাম কিবরিয়াকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন।

এর পাশাপশি ১,০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৭ দিনের কারাদন্ডের রায় প্রদান করেন আদালত। ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে এই সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরনের নির্দেশ দেন।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে ‘সাঈদ হত্যা’ মামলার ২২ আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার চাঞ্চল্যকর ‘সাঈদ হত্যা’ মামলার ২২ আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি আভিযানিক দল।

রবিবার (২৭ নভেম্বর) ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে, চাঞ্চল্যকর ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাঈদ হত্যা মামলার পলাতক আসামীরা সদর থানা এলাকায় এবং মাগুরা জেলার সদর থানা এলাকায় অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের আভিযানিক দলটি রাত দেড়টার দিকে মাগুরা জেলার সদর থানাধীন বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে উক্ত হত্যা মামলার মুলহোতা শৈলকুপা উপজেলার হানিফ মন্ডল
(৪৩) ও তার সহযোগী রিয়াজ মন্ডল (২৩) কে গ্রেফতার করে এবং একই তারিখে ২টার দিকে র্যাবের পৃথক একটি অভিযানে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একই উপজেলার আসামী রুহুল মোল্লা (৪৫), ইন্তাজ বিশ্বাস (৪০), হৃদয় বিশ্বাস(২৫), ঝন্টু বিশ্বাস(৪৮), শামীম বিশ্বাস(২৭), হাফিজ বিশ্বাস(৪০), গিয়াস বিশ্বাস(৫৫), হাসান শেখ(৪৮), সাইদুল বিশ্বাস(৫০), আমিরুল বিশ্বাস(৪৫), পলাশ বিশ্বাস(৩৫), এলাহী বিশ্বাস(৫০), আজিবার মন্ডল(৫১), রাজ্জাক মন্ডল(৪০), আনোয়ার বকস(৪২), ইমদাদ মন্ডল(৪৫), এনামুল মন্ডল(৩৮), সোহেল মন্ডল(২৮), ইদ্রিস মন্ডল(৫৫), ও সুলতান বকস((২০), কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদেরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে।

উল্লেখ যে, উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের দুই ইউপি সদস্যের আধিপত্য বিস্তাারকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে বিরোধ চলে আসছিল। এরই প্রেক্ষিতে গত ১৪ নভেম্বর উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এর এক পর্যায়ে কফিল মেম্বারের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মান্নান মেম্বারের লোকজনের উপর হামলা চালিয়ে ‘সাইদ হোসেন’ নামের এক যুবককে এলোপাথাড়ীভাবে শরীরের

বিভিন্নস্থানে আঘাত করে হত্যা করে।

এ বিষয়ে গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে শৈলকুপা থানায় ভিকটিমের ভাই মোঃ রফিজ বিশ্বাস বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। ঘটনাটি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদেরকে শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হন। শনিবার (২৬ নভেম্বর) দুপুর থেকে আজ রবিবার (২৭ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। পুলিশের একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পৃথক দুটি চুরির মামলায় ৫ জন ও মাদক মামলার ১ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিয়ানে ডাকাতি মামলায় ১ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় এক রুমে ৫ অপারেশন থিয়েটার, সিলগালা

আলমডাঙ্গার মডার্ণ ডেন্টাল সার্জারীর একই রুমে ৫টি অপারেশন থিয়েটার থাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন। (২৬ নভেম্বর) শনিবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার দারুস সালাম প্রাঙ্গণের কলেজ মোড়ে অবস্থিত মডার্ণ ডেন্টাল সার্জারী । দীর্ঘদিন যাবৎ মডার্ন ডেন্টাল সার্জারীর চেম্বারে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে ঢাকা ডেন্টাল মেডিকেল হসপিটালের ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আব্দুল হান্নান।

গত (২৪ শে নভেম্বর) বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের ব্যাংক কর্মচারীর চিকিৎসার অব্যবস্থাপনার কারণে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও জেলা সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ওই প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর, জেলা সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা সদর প.প. কর্মকর্তা ডা. আউলিয়ার রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প.প. কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

অভিযান পরিচালনার সময় এক রুমে ৫টি অপারেশন থিয়েটার থাকার অপরাধে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মুজিবনগরের শুন্য রেখায় স্বজনের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের শুন্য রেখায় বাংলাদেশী স্বজনদেরকে ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ। শনিবার দুপুর ২টার সময় রিখ সীমান্তের মেইন পিলার ১০৫ এর নিকট শুন্যলাইনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ ভাবে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমাণ্ডার শহিদ শেখ ও বিএসএফ এর হৃদয় ক্যাম্প কমাণ্ডার তরুণ কুমার শর্মার নেতৃত্বে উভয় বাহিনীর দুটি টিম এ শুন্য রেখায় উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানা হৃদয়পুর গ্রামের সুকৃতি মণ্ডল ৩৫ বছর আগে বিবাহসূত্রে ভারতের হৃদয়পুরে বসবাস করছেন। তিনি দির্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের তার ভাই প্রভুদান হালসোনা স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে আবেদন করেন। বিজিবি আবেদন পেয়ে বিএসএফকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য পত্র দেয়। উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্বন্বয়ে শনিবার দুপুরে শুন্য রেখায় স্বজনদের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক বলেন, সৃকুতি মণ্ডল আমার ফুফু হন। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে আমরা বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার আবেদন জানায়। বিজিবি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিএসএফ সাথে সমন্বয় করে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা উভয়দেশেরে সীমান্তবর্তী বিজিবি ও বিএসফকে ধন্যাবাদ জানান।

সুকৃতি মণ্ডলের বোনের ছেলে ভারতীয় নাগরিক জুম্মত শেখ বলেন, মাসির লাশ তার ভাই বোনদের দেখাতে পেরে আমরা খুবি খুশি।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শাহ মো: ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, দুই দেশের সীমন্তবর্তী মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন,

অপরাধ প্রবণতা কমাতে বিজিবি-বিএসএফ এর এ ধরণের মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দুদেশের সীমান্তবর্তী মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কমাসহ পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

মেহেরপুরে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে সভাপতিসহ ১২টি পদে বিজয়ী হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকসহ ৩টি পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী ফোরাম থেকে।

সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত কামরুল ইসলাম ৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ সমর্থিত মিয়াজান আলী ৪৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী বিএনপি সমর্থিত এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক অ্যাড. বিমল কুমার বিশ্বাস ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাড. সুজন কুমার মণ্ডল ও শফিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত সহসভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম ৬০ ভোট, হাসান মাহাবুবুর রহমান মুকুল ৫৩ ভোট, যুগ্ম সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম-২ ৬২ ভোট, কোষাধাক্ষ পদে এহান উদ্দিন মনা ৫৪ ভোট, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম সাহেব ৫৯ ভোট, সদস্য পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন ৬৬ ভোট, সেলিম রেজা ৫৫ ভোট, শফিবুল আযম খান বকুল ৬১ ভোট, সেলিম রেজা গাজী ৬০ ভোট, খুরশিদা খাতুন ৫৪ ভোট ও সেলিম রেজা কল্লোল ৬২ ভোট পেয়ে

নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত যুগ্ম সম্পাদক পদে কে এম নুরুল ইসলাম রঞ্জু ৫২ ভোট, ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক ৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে, সকাল ৯টায় নির্বাচন শুরু হয়ে দুপুরে মধ্যহৃ ভোজ ও নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি পদের বিপরীতে দুটি প্যানেলে ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন। ১২৬ জন ভোটারের মধ্যে ১১১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচন উপলক্ষে আইনজীবী ভবন প্রাঙ্গনে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।

কালীগঞ্জ অগ্রনী ব্যাংকে ঋন জালিয়াতি মামলার দুই আসামী কারাগারে

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অগ্রনী ব্যাংকে জাল কাগজপত্র তৈরি ও মৃত ব্যক্তিদের নামে ভুয়া ঋণ তুলে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় সাময়িক বরখাস্তকৃত ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুস সালাম ও কর্মচারী আজির আলীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক মোঃ আল আমিন মাতুব্বর তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। আসামী আব্দুস সালাম ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভেড়াখালী গ্রামের আব্দুল গনি বিশ্বসের ছেলে। অন্যদিকে আজির আলী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের আব্দুল বারিক মন্ডলের ছেলে।

ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের পেশকার মানিরুল ইসলাম খবর নিশ্চিত করে জানান, আসামী আব্দুস সালাম ও আজির আলী সিআর ১৫৩/২২, ৩৬৮/২২ ও ৩৭৫/২২ মামলায় উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তার জামিনে ছিলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার আসামীদের জামিন মেয়াদ শেষ হলে তারা ঝিনাইদহ

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। জানা গেছে, অগ্রনী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক শৈলেন বিশ্বাস, ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালাম ও মাঠ কর্মী আজির আলী গ্রাহকের নামে ভুয়া ঋন দেখিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাত করেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মনোহরপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী, একই উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের আইনুল ইসলাম ও বদর উদ্দীন আদালতে মামলা দায়ের করেন। ২০২০ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর ঋণ জালিয়াতির দায়ে সাময়িক বরখাস্ত হন ব্যবস্থাপক শৈলেন বিশ্বাস ও ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালাম। এছাড়া মাঠ কর্মী আজির আলীকে চাকরীচ্যুতি করা হয়।

এ বিষয়ে পত্রিকায় তথ্য ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশিত হলে আব্দুস সালাম ও আজির আলী বাদী হয়ে জেলার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলা করেন।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে ৫ আসামি গ্রেফতার

২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক দল।
এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৪ ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে, চুরি মামলায় ১ মাদক মামলায় ১ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি ৩ জন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মোবাইলে ভিডিও করে চাঁদা দাবী ২ নারীসহ ৪ জন গ্রেফতার

মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে আটকিয়ে রেখে চাঁদা দাবী মামলায় চাদাঁবাজী চক্রের ২ নারী সদস্যসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের স্ত্রী বহুল আলোচিত রুমানা ইয়াসমীন ওরফে রুমা (৪৫), তার সহযোগী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের খাঁপাড়া এলাকার রাসেল আহমেদের মেয়ে বর্তমানে বামনপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসাতে বসবাসরত বিলকিস রাবেয়া ওরফে টুম্পা (২৫), মেহেরপুর ঘোষপাড়া এলাকার দুলাল শেখের ছেলে শাজাহান (২৬) ও আখের আলীর ছেলে হাসান আলী (২৮)।

এসময় তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজীর ১৭ হাজার টাকা ও ৫ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে চুয়াডাঙ্গা শহরের ১ নং ওয়ার্ডের মাঝপাড়া এলাকার সব্জী আড়ৎ ব্যবসায়ী স্বপন আলীর স্ত্রী উম্মে রুমানা সিদ্দিকা বাদী হয়ে দন্ড বিধির ৩৪২/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭ ধারায় বুধবার (২৩ নভেম্বর) মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ৩৩।

গ্রেফতারকৃত ৪ আসামিকে বুধবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা মাঝেরপাড়ার স্বপন এর স্ত্রী উম্মে রোমানা সিদ্দিকার দায়ের করা মামলার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার শফিকুল ইসলামের স্ত্রী রুমানা ইয়াসমিন তার সহযোগীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বপনকে ঘোষপাড়ায় ডেকে নেন। পরে তাকে রোমানার বাড়িতে আটক রেখে স্বামীর মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন। কথাপোকথনের এক পর্যায়ে এত টাকা দিতে অপরাগত করলে সে ৩০ হাজার টাকা দাবী করে। পরে একটি এজেন্ট বিকাশ নং ০১৯৭০-৪৯০২৪৮ দেন। সেই বিকাশ মোবাইল নং এ দুই দফায় ৫ হাজার করে ১০ হাজার টাকা প্রদান করে বাদী। বাদী উম্মে রুমানা সিদ্দিকা বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশকে অবহিত করলে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর পৌঁছে সদর থানা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ঘোষপাড়া রোমানা ইয়াসমীন রুমার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে স্বপনকে উদ্ধার করেন।এসময় এবং রুমানা ইয়াসমিনসহ, আবুল হাসন, শাজাহান আলী এবং বিলকিস খাতুনকে গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রুমানা ইয়াসমীন একটি নারী চক্র গড়ে তুলে নারীদের দিয়ে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন লোকজনকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে শারীরিক সম্পর্ক ও ভিডিও ধারণ করে ব্লাকমেইল ও চাঁদাবাজী করে আসছেন।

এদিকে পুলিশের টিম অভিযান চালিয়ে রোমানাসহ তার অপর তিন সহযোগীকে গ্রেফতারের সময় ঘোষপাড়া এলাকার লোকজন শ্লোগান দিতে থাকে তার বিচারের দাবীতে। নাম প্রকাশ না শর্তে এলাকাবিরা জানান, রোমানা ইয়াসমীন ওরফে রুমা একটি চক্র গড়ে তুলে দীর্ঘদিন যাবৎ অনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তার ভয়ে এলাকার মানুষজন তটস্থ থাকে। বিভিন্ন সময় অপরিচিত লোকজন তার বাড়িতে আসা যাওয়া করেন।